ইসলামী আকীদাহ সমূহ

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস গুম্মন

অনুবাদঃ

মোঃ মাহফুজুর রহমান

মূলঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস গুম্মন
সম্পাদনা ও ক্রমবিন্যাস:
মজলিসে ইলমি, মারকাযু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, স্কার্দু
প্রকাশনায়: eMarkaz – markaz.edu.pk

অনুবাদঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা আব্দুল হামিদ মোল্লা (রহ.)–যিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সবর ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

এবং

আমার প্রিয় মাতা–যিনি ধৈর্য, ত্যাগ, ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে আমাদের জীবনে আলোর দিশারি। আল্লাহ তাঁকে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—যার শিকড় নিহিত আকীদার মজবুত ভিত্তির উপর। আকীদা ছাড়া ইবাদতের ভিতর থাকে না প্রাণ, আর সমাজে দেখা দেয় বিভ্রান্তির ঝড়। আক্বিদা সংক্রান্ত বেশীরভাগ কিতাবই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভরপুর ও বেশ বড়। বিশ্লেষকদের জন্য তা ফলপ্রসূ হলে সাধারণের জন্য তা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই বহুদিন ধরে আমি লিখতে চেষ্টা করেছিলাম একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ—যা এক নজরে ইসলামি আকীদাগুলোর মূল শিক্ষা তুলে ধরবে, সহজে হৃদয়াঙ্গম করা যাবে এবং বাতিল মতবাদ থেকে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

এই অনুসন্ধান আমাকে নিয়ে যায় বহু কিতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কিন্তু যখন মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস গুমন হাফিযাহুল্লাহ এর লেখা এবং “مجلس علمی” (মজলিসে ইলমি) কর্তৃক সুবিন্যস্ত “اسلامی عقائد” গ্রন্থটির সাথে আমার পরিচয় হয়—তখন মনে হলো, এ তো সেই কাঙ্ক্ষিত চেরাগ, যার আলো আমি নিজে খুঁজছিলাম। অতপর আমি তা অনুবাদ করতে শুরু করলাম।

এই অনুবাদে আমি চেষ্টা করেছি মূল বক্তব্যের স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে। ভাষা যেন হয় হৃদয়গ্রাহী, ভাব যেন হয় চিন্তাজাগানিয়া। একজন সাধারণ পাঠকও যেন বুঝতে পারেন—আকীদা কী, কেন তা গুরুত্বপূর্ণ, এবং কীভাবে নিজের ঈমানকে সহীহ রাখা যায় বাতিলের ছোবল থেকে।

اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، وَزِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا صَالِحًا، وَإِيمَانًا رَاسِخًا۔
والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل۔

মোঃ মাহফুজুর রহমান

অনুবাদক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাম-পরিচিতি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

শরীআতের মৌলিক অংশসমূহ

শরীআতের মূল উপাদান পাঁচটি:

১. আকীদাহ (اعتقادات)

২. ইবাদাত (عبادات)

৩. আখলাক (اخلاقيات)

৪. সামাজিকতা (معاشرات)

৫. লেনদেন ও লেনদেনভিত্তিক আইন (معاملات)

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—আকীদাহ, অর্থাৎ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি।

আকীদাহর সংজ্ঞা

"আকায়েদ" (عقائد) শব্দটি "আকীদাহ" (عقيدة)-এর বহুবচন।

আকীদাহ বলা হয়, এমন একটি বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি—যার ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি, এবং জান্নাত অথবা জাহান্নামের ফয়সালা নির্ধারিত হয়।

ফায়দা ১: যে সঠিক আকীদাহ ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটাকেই বলা হয় ইসলামী আকায়েদ

ফায়দা ২:

সঠিক আকীদাহ গ্রহণের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং জান্নাত পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ভ্রান্ত বা বিকৃত আকীদাহ গ্রহণ করলে আল্লাহর গজব ও জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক আকীদা

[1] আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সত্তা (ذات), গুণাবলী (صفات) এবং নামসমূহ (اسماء)-একক এবং অনন্য।

[2] আল্লাহ তা'আলা কারো পিতা নন, কারো সন্তান নন।

[3] আল্লাহ তা'আলা দেহহীন, দিকবিহীন, এবং স্থানবিহীন সত্তা।

[4] আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের জন্য কোনো স্থান বা জায়গার প্রয়োজন নেই।

[5] আল্লাহ তা'আলা সবসময়, সর্বস্থানে বিদ্যমান।

[6] আল্লাহ তা'আলা ছয়টি দিক — ফউক (উপর), তহত (নিচ), ইয়ামীন (ডান), শিমাল (বাম), কুদ্দাম (সামনে), খালফ (পেছনে) — সমস্ত কিছুর পরিধির বাইরে।

[7] আল্লাহ তা'আলা এই ছয়টি দিক থেকেও পবিত্র ও মুক্ত।

[8] আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের জন্য দেহের প্রয়োজন নেই।

[9] আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

[10] আল্লাহ তা'আলা কথা বলার জন্য জিহ্বা, শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ-এর মুখাপেক্ষী নন।

[11] আল্লাহ তা'আলা চলাচল (حركة) ও স্থিরতা (سكون) থেকেও পবিত্র। অর্থাৎ, তাঁকে চলমান বা স্থির বলা যায় না।

[12] আল্লাহ তা'আলা আকার ও রং থেকেও মুক্ত।

[13] আল্লাহ তা'আলা কোনো ধরণের গুণগত অবস্থা (كيفيات) থেকেও পবিত্র।

[14] আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, বরং এই মহাবিশ্বের প্রতিটি কণাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী।

[15] আল্লাহ তা'আলা সকল জগতের স্রষ্টা ও মালিক।

[16] আল্লাহ তা'আলাই মানব জাতির কর্ম ও আচরণের স্রষ্টা, আর মানুষ তারই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

[17] এই বিশ্বজগত আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলা-ই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা।

[18] যখন কিছুই ছিল না, তখনও আল্লাহ তা'আলা ছিলেন। এবং যখন কিছু থাকবে না, তখনও আল্লাহ তা'আলা থাকবেন।

[19] আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে কোনো কিছু বাধা দিতে পারে না।

[20] আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি বাণী সত্য।

[21] যেভাবে আল্লাহর সত্তা মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার আগেও ছিল, ঠিক সেভাবেই আল্লাহর গুণাবলী (صفات)-ও মাখলুকের সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ছিল।

[22] এবং যেভাবে আল্লাহর সত্তা মাখলুক বিলুপ্ত হওয়ার পরেও থাকবে, তেমনি আল্লাহর গুণাবলীও মাখলুকের বিলুপ্তির পরেও বিদ্যমান থাকবে।

[23] আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো কিছু সৃষ্টি করা উপকারী নয়, বরং এতে মাখলুকের উপকার।

[24] আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে রোগ দেন বা মৃত্যু দেন, তখন তাঁর মধ্যে ভয় থাকে না যে কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারবে বা প্রতিশোধ নিতে পারবে।

[25] এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে—সবকিছু আল্লাহ তা'আলার জানা।

[26] যা কিছু আমাদের চোখে দৃশ্যমান, তা যেমন আল্লাহর জানা, তেমনি যা কিছু আমাদের চোখের আড়ালে, সেটাও আল্লাহর জানা।

[27] এই সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কণার উপর আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

[28] একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদতের যোগ্য, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়।

[29] নেক আমলে পুরস্কার দেওয়া হলো আল্লাহর করুণা, গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হলো আল্লাহর ইনসাফ, আর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হলো আল্লাহর অনুগ্রহ।

[30] আল্লাহ হলেন আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব নাম, যা কেবল তাঁর জন্যই নির্ধারিত।

[31] আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে, যার মধ্যে ৯৯টি নাম প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُ

الْمُزِلُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْيِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالُ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُو الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.

[32] যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এই ৯৯টি নাম মুখস্থ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাকে জান্নাত দান করবেন।

[33] যে বিষয়গুলো মানবের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

[34] নজর-নিয়াজ কেবল আল্লাহর নামেই মানা উচিত।

[35] আল্লাহ তা'আলাই আলিমুল গায়ব (عالم الغيب)—অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে।

[36] আল্লাহ তা'আলাই حاجت روا—প্রয়োজন পূরণকারী।

[37] আল্লাহ তা'আলাই مشکل کشا—সমস্যা মোচনকারী।

[38] আল্লাহ তা'আলাই مختارِ کل—সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

[39] আল্লাহ তা'আলাই قادرِ مطلق—সর্বশক্তিমান।

[40] আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলে ডাকাও বৈধ এবং উচিত।

তাকদীর সংক্রান্ত আকিদা

[41] তাকদীর হলো আল্লাহর জ্ঞানের (علم الہی) ও আদেশের (امر الہی) সমষ্টি। অর্থাৎ দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, তা সব কিছুই ঘটার আগেই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে আছে যে অমুক মানুষকে তিনি ইখতিয়ার (স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি) দেবেন এবং সে তার ইচ্ছায় এই কাজ করবে। এটাই আল্লাহর জ্ঞান (علم الہی)। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই জ্ঞানের আলোকে প্রতিটি কিছু সৃষ্টি করার আগেই লিপিবদ্ধ করে রাখেন যে অমুক বান্দা নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করবে — এটিই আল্লাহর আদেশ (امر الہی)।

[42] আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বান্দার প্রবৃত্তি, চাওয়া-পাওয়া ও স্বভাব অনুযায়ী হয়, তাকে বলে "তাকদীরে খাইর" (تقدير خير)। আর যে সিদ্ধান্তগুলো বান্দার চাওয়া বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে হয়, তাকে বলে "তাকদীরে শার" (تقدير شر)। তবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে তাঁর সব সিদ্ধান্তই কল্যাণ ও হিকমতের উপর ভিত্তি করে হয়।

নবী-রাসূল সম্পর্কিত আকিদা

[43] সেই পরিপূর্ণ মানুষ যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী (وحى) অবতীর্ণ হয়, তাকেই "নবী" (نبى) বলা হয়।

[44] যে নবী আলাদা শরিয়ত ও বিধানসহ প্রেরিত হন, তাকেই "রাসূল" (رسول) বলা হয়।

[45] আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য নবী ও রাসূলদের স্বীকার করা ফরজ।

[46] নবী করীম (সা.) এর হাদীসকে শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে মানা আবশ্যক।

[47] প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

[48] আল্লাহ তা'আলা যত নবী পাঠিয়েছেন, সবাই পুরুষ এবং মানুষ ছিলেন।

[49] নবুয়ত হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক করুণা। কেউ নিজে সাধনা ও ইবাদতের মাধ্যমে নবী হতে পারে না।

[50] নবীরা "মা'সুম" (معصوم) — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাজত করেন।

[51] নবীর আনুগত্য করা উম্মতের ওপর ফরজ।

[52] আল্লাহ যাকে একবার নবুয়ত দান করেন, তা আর কখনো প্রত্যাহার করেন না।

[53] নবীর মর্যাদা ও মর্যাদার স্তর উম্মতের সবার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

[54] নবীদের ঘুমালে তাঁদের অজু নষ্ট হয় না।

[55] নবীর স্বপ্ন সত্য হয় এবং তা ওহী (وحي) হয়।

[56] আল্লাহ যেসব মুজিজা নবীদের দিয়েছেন, তা সবই সত্য ও বাস্তব।

[57] আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সবচেয়ে বড় জ্ঞানভিত্তিক মুজিজা হলো পবিত্র কুরআন।

[58] আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আরেক বড় অলৌকিক মুজিজা হলো "মি'রাজ" (معراج)।

[59] নবী করীম (সা.) এর সত্তা মানবীয় হলেও তাঁর গুণাবলি নূরের (نور)।

[60] আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল নবী ও রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[61] আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল নবী-রাসূলদের ইমাম ও নেতা।

[62] আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল স্থানের, সব জগতের এবং সব যুগের নবী।

[63] স্থান, কাল ও পরিস্থিতির দিক থেকে তিনিই শেষ নবী।

[64] আল্লাহর যে নবী যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

[65] নবীর পবিত্র দেহ তাঁদের কবরের মধ্যে অক্ষত ও সংরক্ষিত থাকে।

[66] প্রতিটি নবী তাঁদের কবরের মধ্যে পার্থিব দেহসহ জীবিত থাকেন।

[67] মৃত্যুর পরও নবীগণ কবরের মধ্যে পার্থিব দেহসহ নামায আদায় করেন।

[68] নবীর ইন্তেকালের পর তাঁর সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয় না।

[69] রওজা মোবারকের নিয়তে সফর করা সওয়াব ও পুরস্কারের কাজ।

[70] রওজা মোবারকে জিয়ারতের সময় রাসূল (সা.) এর চেহারা মোবারকের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো উত্তম ও মুস্তাহাব।

[71] যদি কেউ রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠায়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল (সা.) কে শুনিয়ে দেন। আর দূর থেকে পাঠালে ফেরেশতা তা পৌঁছে দেয়।

[72] উম্মতের আমলসমূহ সারসংক্ষেপ আকারে নবী করীম (সা.) এর নিকট পেশ করা হয়।

[73] রওজা মোবারকের কাছে গিয়ে নবী করীম (সা.) এর নিকট দোয়ার অনুরোধ করা জায়েয।

[74] রাসূল (সা.) এর শরীর মোবারকের সঙ্গে সংযুক্ত মাটির অংশ — কাবা, কুরসী ও আরশ থেকেও উত্তম।

[75] নবী করীম (সা.) এর শরীর মোবারকের ছায়া ছিল।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে আকিদা

[76] ফেরেশতারা সত্য ও বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা।

[77] ফেরেশতারা আল্লাহর নূরের দ্বারা সৃষ্ট।

[78] সাধারণত তারা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন, গায়েবি সত্তা।

[79] ফেরেশতারা পুরুষও নয় নারীও নয়। এরা মানবীয় বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়।

[80] তারা আহার-বিহার ও দৈহিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

[81] ফেরেশতারা সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ ও জিকিরে লিপ্ত।

[82] প্রত্যেক ফেরেশতার ওপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পিত, এবং সে নিজের দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকে।

[83] ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে না; তারা সর্বদা আনুগত্যশীল।

[84] কিছু ফেরেশতার দায়িত্ব হলো—মানুষের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা।

[85] কিছু ফেরেশতা রক্ষাকারী, যারা মানুষকে দিনরাত পাহারা দেয়।

[86] কিছু ফেরেশতা জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত।

[87] কিছু ফেরেশতা জাহান্নামের রক্ষক।

[88] কিছু ফেরেশতার দায়িত্ব রূহ কেড়ে নেওয়া—তাদের নেতা হলেন মালাকুল মাওত হযরত আজরাঈল (আ.)

[89] প্রসিদ্ধ চার ফেরেশতা:

- হযরত জিবরাঈল (আ.) — ওহি নিয়ে আসতেন।
- হযরত মিকাঈল (আ.) — রিযিক ও বর্ষণের ফেরেশতা।
- হযরত ইসরাফিল (আ.) —কিয়ামতের দিন শিঙ্গা ফুঁৎকারের ফেরেশতা।
- হযরত আজরাঈল (আ.) — মৃত্যুর ফেরেশতা।

[90] আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন। কিয়ামতের দিনে তারা আটজন হবেন।

আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে আকিদা

[91] আল্লাহ তাআলা যেসব কিতাব ও সহিফা নাযিল করেছেন, সেগুলো সবই সত্য ও হক।

ফায়দা:

বড় কিতাব চারটি, বাকিগুলো "সহিফা" নামে পরিচিত। সহিফা অর্থ—ক্ষুদ্র আকারের ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি।

[92]

- হযরত মূসা (আ.) এর ওপর তাওরাত
- হযরত দাউদ (আ.) এর ওপর যাবুর
- হযরত ঈসা (আ.) এর ওপর ইঞ্জিল
- এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

[93] তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য সহিফাসমূহ রহিত (منسوخ)।

[94] কুরআন ছাড়া বাকি কিতাবগুলোতে মানব হস্তক্ষেপ (تحريف) ঘটেছে।

[95] সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ সত্য।

[96] সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত কুরআনের প্রতিটি অক্ষর রক্ষা করা হয়েছে।

[97] কুরআন হল আল্লাহর বাণী (كلام الله)।

[98] কুরআন আল্লাহর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত—তাঁর সিফাত।

[99] কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয় (غَيْرُ مَخْلُوقٍ)। এটি সৃষ্টিকর্তার অবিচ্ছেদ্য গুণ।

[100] কুরআনের সাতটি ক্বিরাআত প্রসিদ্ধ এবং মুতাওয়াতির (সন্দেহাতীত প্রমাণিত)।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে আকিদা

[101] সেই ব্যক্তি সাহাবি বলে গণ্য হবেন, যিনি ঈমান অবস্থায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন।

[102] সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নিখুঁত ঈমানদার এবং পূর্ণ মুমিন।

[103] সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

[104] সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সকলেই জান্নাতি।

[105] সাহাবাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মাহফুজ তথা রক্ষাপ্রাপ্ত; যদি কেউ কোনো গুনাহ করে থাকেন, তাওবা করে তা ক্ষমা পেয়ে গেছেন।

[106] সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হলেন ঈমান ও আমলের মানদণ্ড।

[107] তাঁদের কোনো কথা বা কাজের সমালোচনা করা জায়েয নয়। তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

[108] সাহাবিদের সবাই জান্নাতপ্রাপ্ত, কেউই জাহান্নামী নন।

[109] তাঁরা হেদায়াতের নক্ষত্রসম।

[110] উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)।

[111] নবীদের পর পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদা সাহাবিদেরই প্রাপ্য। তাঁদের পরে যত বড় হাফেয, ক্বারী, আলেম, ফকীহ, শহীদ বা ওলীই হোন না কেন, কেউই সাহাবির মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না।

[112] সাহাবিরা যখন কোনো বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যে পৌঁছেন, তা নবীর মতই নির্ভুল ধরা হয়।

[113] সাহাবা ও আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা — রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসারই নিদর্শন।

[114] তাঁদের কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ এবং পথভ্রষ্টতার চিহ্ন।

[115] চারজন প্রধান খলীফা (خلفاء راشدين):

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

২. হযরত উমর ফারুক (রাঃ)

৩. হযরত উসমান যুন-নূরাইন (রাঃ)

৪. হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ)

[116] এ চারজনের শাসনকালকে বলা হয় খিলাফতে রাশিদাহ, আর হযরত মু’আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালকে বলা হয় খিলাফতে আদিলাহ।

[117] সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।

[118] তাঁদের মর্যাদার ক্রম হল:

১. خلفاء راشدين (চার খলিফা)

২. عشره مبشره (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন)

৩. বদর যুদ্ধের সাহাবি

৪. বাইআতে রিজওয়ানের সাহাবি

৫. মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারী সাহাবি

৬. মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি

[119] عشره مبشره — সেই দশজন সাহাবি, যাঁদের নাম নিয়ে এক আসরে রাসূল (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।তাঁরা হলেন:

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

উমর ফারুক (রাঃ)

উসমান (রাঃ)

আলী (রাঃ)

তালহা (রাঃ)

যুবাইর (রাঃ)

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)

আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)

[120] সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আখিরাতের আযাব থেকে মুক্ত।

[121] সাহাবিদের মাঝে কিছু মতপার্থক্য ও যুদ্ধ হয়েছিল—এগুলোকে " مشاجراتِ صحابہ" বলা হয়।

[122] এ মতবিরোধ ছিল ইজতিহাদি। সঠিক ইজতিহাদকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন, ভুল ইজতিহাদকারী একগুণ সওয়াব পাবেন।

[123] হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং উভয়পক্ষের সাহাবিরা জান্নাতি। তবে হযরত আলী (রাঃ) সঠিক ইজতিহাদে ছিলেন, আর মু'আবিয়া (রাঃ) ভুল ইজতিহাদে।

[124] এই বিরোধে কোনো পক্ষকে গোমরাহ বা বাতিল বলা যাবে না।

[125] ইয়াজিদ ছিল ফাসিক ও গুনাহগার। তবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য এ কারণে কোনো আপত্তি তোলা যাবে না।

[126] হযরত হুসাইন (রাঃ) ও ইয়াজিদের বিরোধে হুসাইন (রাঃ) ছিলেন হকপন্থী, ইয়াজিদ ছিলেন বাতিলপন্থী।

উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.) সম্পর্কিত আকিদা

[127] রাসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মুসলমানদের মা। তাঁদের নাম:

১. খাদিজা কুবরা (রাঃ)
২. সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ)
৩. আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)
৪. হাফসা বিনতে উমর (রাঃ)
৫. যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ)
৬. উম্মে সালামা হিন্দ (রাঃ)
৭. যায়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ)
৮. জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ)
৯. উম্মে হাবিবা রামলা (রাঃ)
১০. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ)
১১. মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ)

এছাড়া কয়েকজন কানিজ ও বাদী ছিলেন:

মারিয়া ক্বিবতিয়া (রাঃ)

রাইহানা (রাঃ)

নাজিরা (রাঃ)

জামিলা (রাঃ)

[128] নবীজির স্ত্রীগণ আল্লাহর নির্বাচিত।

[129] তাঁরা সকলেই পবিত্র, পুণ্যময়, সচ্চরিত্রা।

[130] কোনো নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারিণী বা দুশ্চরিত্রা হতে পারেন না।

[131] রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁদের উপর কোনো ইদ্দত (শোককাল) ফরজ নয়।

[132] রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর কোনো মুসলিম তাঁর স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সন্তানসন্ততি সম্পর্কে বিশ্বাস

[133] নবীজী (সা.)-কে আল্লাহ তাআলা ৩ জন পুত্র এবং ৪ জন কন্যা সন্তান দান করেছেন।

পুত্র সন্তান:

১. কাসিম (রাঃ)

২. আবদুল্লাহ (রাঃ)

৩. ইব্রাহীম (রাঃ)

কন্যা সন্তান:

১. যায়নাব (রাঃ)

২. রুকাইয়া (রাঃ)

৩. উম্মে কুলসুম (রাঃ)

৪. ফাতিমা (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জামাতা

[১৩৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তিনজন জামাতা ছিলেন—
১. হযরত আবুল আস বিন রবি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যাঁর সঙ্গে হযরত জয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে হয়েছিল।

২. হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যাঁর সঙ্গে প্রথমে হযরত রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে হয় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে বিয়ে হয়।

৩. হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যাঁর সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আহলুল বাইত

[১৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সম্মানিত স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তানগণ, জামাতাগণ, কন্যাগণ এবং তাঁদের সন্তানেরা সবাই আহলুল বাইত এর অন্তর্ভুক্ত।

[১৩৬] আহলুল বাইতের মর্যাদা দ্বিগুণ:

১. ঈমান

২. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আত্মীয়তার সম্পর্ক

[১৩৭] আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের আলামত, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকির চিহ্ন।

[১৩৮] হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) জান্নাতি যুবকদের নেতা।

[১৩৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আত্মীয়তার কারণে আহলুল বাইতের সম্মান করা উম্মতের ওপর ফরয।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র পিতা-মাতা সম্পর্কে বিশ্বাস

[১৪০] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র পিতার নাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ।

[১৪১] তাঁর সম্মানিত মাতার নাম ছিল হযরত আমিনা।

[১৪২] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা-মাতা ইসলামী স্বভাব ও প্রকৃতিতে ইন্তিকাল করেন।

আওলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে বিশ্বাস

[১৪৩] যে ব্যক্তি সহীহ আকীদার এবং সুন্নাতের অনুসারী, তাকেই আল্লাহর বন্ধু (ওলি) বলা হয়।

[১৪৪] আওলিয়ায়ে কিরামের কারামাত সত্য ও প্রমাণিত।

[১৪৫] নিজের আকীদা, আমল এবং চরিত্রের সংশোধনের জন্য সহীহ আকীদার, সুন্নাতের অনুসারী কোন ওলির হাতে বাইআত নেওয়া উচিত।

সুপথে দোয়া করার জন্য ওসীলা গ্রহণ

[১৪৬] নবীগণ (আ.) এবং আল্লাহর নিকটবর্তী আওলিয়াগণের মাধ্যমে ওসীলা (সুপারিশ/মাধ্যম) করে দোয়া করা জায়েয।

[১৪৭] এই ওসীলা চাওয়া তাদের জীবদ্দশায় যেমন বৈধ, তেমনি তাদের ইন্তিকালের পরও বৈধ।

[১৪৮] আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ (أسماء الحسنى) এবং নিজের নেক আমলের মাধ্যমেও ওসীলা করে দোয়া করা জায়েয।

জিন সম্পর্কিত বিশ্বাস

[১৪৯] আল্লাহ তাআলা আগুন থেকে এক বিশেষ সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে বলা হয় "জিন"।

[১৫০] জিনদের মধ্যে ভালো জিনও আছে, মন্দ জিনও আছে।

[১৫১] জিনরাও ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকামের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরও তা মানা ওয়াজিব।

[১৫২] মৃত্যুর পরে জিনরাও সওয়াব ও আযাব পাবে।

[১৫৩] জিনদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো অভিশপ্ত ইবলিস, যাকে لعين (লাঅনতপ্রাপ্ত) বলা হয়।

মৃত্যু ও কবর সম্পর্কিত বিশ্বাস

[১৫৪] মানুষের মৃত্যুর শেষ অবস্থা-ই তার জন্য পুরস্কার বা শাস্তির মূল ভিত্তি। যদি মৃত্যু ভালো (ঈমানসহ) হয়, তাহলে সওয়াব। আর যদি মৃত্যু কুফর বা গোনাহের মধ্যে হয়, তাহলে আযাব।

[১৫৫] মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একজন ব্যক্তির তাওবাহ কবুল হয়।

[১৫৬] কারো মৃত্যু তার জন্য একটি ছোট কিয়ামত হিসেবে গণ্য হয়।

[১৫৭] কোনো মুসলমান ভালো হোক বা ফাসিক (পাপী) – তার জানাযা নামায পড়া হবে।

[১৫৮] কাফিরের জন্য জানাযা নামায পড়া যাবে না।

[১৫৯] মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত, যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ বা দেহের অংশ থাকে – সেটাই "কবর"।

[১৬০] গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্থানের নাম মাকান (স্থান), আর মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বারযাখ (আন্তর্বর্তীকাল) বলা হয়।

[১৬১] মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মৃত ব্যক্তির দেহ ও রুহের মাঝে কিছু সম্পর্ক রাখা হয়, যার ফলে সে এক ধরনের জীবন পায়। এই জীবন মুমিনের জন্য শান্তির এবং কাফিরের জন্য কষ্টের হয়।

কবরে কী হয়?

[১৬২] দাফনের পরে, যখন মানুষ ফিরে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

[১৬৩] কবরস্থানে মৃতদেরকে যখন সালাম দেওয়া হয়, তারা তা শোনে এবং উত্তর দেয়।

[১৬৪] কবরে দুইজন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করে—

১. তোমার রব কে?

২. তোমার নবী কে?

৩. তোমার দ্বীন কী?

ফায়দা (উপকারিতা): এই প্রশ্ন ও জবাব নবীজী (সা.) -কে নয়, বরং আমাদের (উম্মতদের) করা হবে।

[১৬৫] প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের নাম হলো— একজনের নাম মুনকির, অপরজনের নাম নাকির।

[১৬৬] মুমিন ব্যক্তি এই তিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, কিন্তু কাফির বা মুনাফিক উত্তর দিতে পারবে না।

[১৬৭] মুমিনের জন্য কবরে থাকবে— শান্তি, জান্নাতি পোশাক, জান্নাতি বিছানা, জান্নাতের সুবাস ও হাওয়া।

[১৬৮] কাফিরের জন্য কবরে থাকবে— আযাব, জাহান্নামের পোশাক, জাহান্নামের বিছানা, আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়া।

[১৬৯] কবরের আযাব এমন ভয়াবহ যে, মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সব প্রাণী তা শুনতে পায়।

[১৭০] কবর হতে পারে—জান্নাতের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে বিশ্বাস

[১৭১] এক মুসলমানের পক্ষ থেকে অন্য মুসলমানের জন্য ঈসালে সওয়াব করা জায়েয।

[১৭২] ঈসালে সওয়াব করা জিন্দা ব্যক্তির জন্যও, এবং মৃত ব্যক্তির জন্যও করা যায়।

[১৭৩] শরীরিক (যেমন: নামায, রোযা) এবং আর্থিক (যেমন: সদকা, কুরবানি) সব ধরনের নফল ইবাদতের সওয়াব অন্যকে উপহার দেওয়া যায়।

কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহ

[174]: কিয়ামতের পূর্বে কিছু নিদর্শন ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং কিছু ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে।

[175]: কিয়ামতের নিদর্শন দুই ভাগে বিভক্ত: ছোট নিদর্শন (علامات صغریٰ) এবং বড় নিদর্শন (علامات کبریٰ)।

[176]: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম থেকে শুরু করে ইমাম মাহদী (علیہ الرضوان) এর আগমন পর্যন্ত যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পাবে, সেগুলো কিয়ামতের ছোট নিদর্শন। তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হলো:

1. নিচু ও তুচ্ছ মানুষরা গর্ব করে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করবে।
2. জুলুম-অত্যাচার ছড়িয়ে পড়বে।
3. লজ্জা-শরম হারিয়ে যাবে।
4. মদকে "নবীয" বা কোমল পানীয় হিসেবে বিবেচনা করে পান করা হবে।
5. সুদকে বেচাকেনা হিসেবে প্রচার করা হবে।
6. ঘুষকে উপহার বলা হবে।
7. জ্ঞান উঠে যাবে এবং অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে।
8. রাষ্ট্রীয় সম্পদ সরকারী ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করবে।
9. যাকাতকে ট্যাক্স হিসেবে গণ্য করা হবে।

10. দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।
11. স্বামী স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হবে কিন্তু মায়ের অবাধ্য হবে।
12. বন্ধুর প্রতি গুরুত্ব দেবে, পিতার প্রতি উদাসীন থাকবে।
13. নীচু ও পাপাচারী ব্যক্তিরা জাতির নেতা হবে।
14. গায়ক-গায়িকারা সম্মানিত ও জনপ্রিয় হবে।
15. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা হবে।
16. মদ সর্বত্র প্রচলিত হবে।
17. পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মকে অভিশাপ দেবে।
18. পুরুষদের মধ্যে রেশমের পোশাক প্রচলিত হবে।
19. মিথ্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

[177]: ইমাম মাহদী এর আগমন থেকে শুরু করে প্রথম শিঙ্গা ফুঁকানো পর্যন্ত প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ "বড় নিদর্শন (علامات كبرى)" হিসেবে গণ্য। তার মধ্যে রয়েছে:

1. ইমাম মাহদী এর আগমন।
2. দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।
3. হযরত ঈসা (আ.) এর আসমান থেকে অবতরণ।
4. ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ।
5. সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া।
6. দাব্বাতুল আর্য এর আত্মপ্রকাশ ও মানুষের সাথে কথা বলা।
7. ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া, যার দ্বারা সব মুমিন মৃত্যুবরণ করবে।
8. হাবশার কাফেররা কা'বা ধ্বংস করবে।
9. চল্লিশ দিনব্যাপী ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাবে।
10. একটি আগুন মানুষকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আখিরাত সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহ

[178]: হযরত ইস্রাফীল (আ.) প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকবেন, যার ফলে সব জীবন্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে।

[179]: পরে আবার শিঙ্গা ফুঁকবেন, তখন সব মানুষ পুনরুত্থিত হয়ে ময়দানে হাজির হবে।

[180]: আল্লাহ এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবেন—এই ঘটনাকে "কিয়ামতে কুবরা" বলা হয়, যা সত্য ও অবশ্যম্ভাবী।

[181]: কিয়ামতের দিন প্রতিটি জীব আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে।

[182]: মানুষ ও জিন সবাইকে তাদের কাজের হিসাব দিতে হবে।

[183]: নেককারদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, কাফেরদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে।

[184]: কিছু মানুষ শুধু আল্লাহর করুণা ও দয়ায় হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[185]: কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) সমস্ত মানবজাতির জন্য সুপারিশ করবেন, এরপর হিসাব শুরু হবে।

[186]: নবী-রাসূল, আলেম, শহীদ, হাফেজ, কুরআন ও রোযা সবাই সুপারিশ করবে এবং তাদের সুপারিশ কবুল হবে।

[187]: যে মুসলিম শিশু ছোটবেলায় মারা যায়, সে কিয়ামতের দিন তার মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে এবং তা কবুল হবে।

[188]: কিয়ামতের দিন একটি পাল্লা স্থাপন করা হবে, তাতে মানুষের আমল ওজন করা হবে।

[189]: কিয়ামতের দিন "মৃত্যু" একটি ভেড়ার রূপ ধারণ করবে এবং তাকে জবাই করা হবে। এরপর আর কেউ মরবে না।

[190]: জাহান্নামের উপর একটি সেতু—"পুল সিরাত"—স্থাপন করা হবে।

[191]: পুল সিরাত চুলের চেয়েও সরু এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হবে। এটি পার হতে ১৫০০ বছর সময় লাগবে।

[192]: সবাইকে পুল সিরাত পার হতে হবে।

[193]: যার যেমন আমল, সে তেমনভাবে পার হবে—কেউ বিদ্যুতের মতো, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো, কেউ গড়িয়ে গড়িয়ে।

[194]: যারা জান্নাতি হবে, তারা সেতু পেরিয়ে জান্নাতে যাবে। আর যারা জাহান্নামী, তারা সেতু পার হতে না পেরে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

হাউজে কাওসার সম্পর্কিত বিশ্বাস

[195] কাওসার নামের নহর এবং হাউজে কাওসার – উভয়ই সত্য।

[196] কাওসার হলো জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর, যেখান থেকে দুটি শাখা হাউজে কাওসারে এসে পড়ে। এই হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে। এর পাশে থাকা পানির পাত্রগুলো আকাশের তারাগুলোর থেকেও বেশি সংখ্যক হবে।

[197] যে মুসলমান সেই হাউজ থেকে একবার পানি পান করবে, জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।

[198] কাফের ও বিদআতি ব্যক্তি হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করতে পারবে না।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কিত বিশ্বাস

[199] জান্নাত ও জাহান্নাম – দুটোই বাস্তব এবং বিদ্যমান।

[200] উভয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়ে গেছে, কেবল প্রতীক্ষায় আছে।

[201] জান্নাত হলো ঈমানদারদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তির আবাস।

[202] জাহান্নাম কাফেরদের জন্য আজাবের স্থান, আর গুনাহগার মুসলমানদের জন্য পবিত্রতার ক্ষেত্র।

[203] কেউ যদি একবার জান্নাতে প্রবেশ করে, সে চিরকাল সেখানেই থাকবে।

[204] জান্নাতে নেই বার্ধক্য, রোগ, কষ্ট, দুঃখ বা মৃত্যু।

[205] জান্নাতে প্রতিটি জান্নাতির সকল ইচ্ছা পূরণ হবে।

[206] সেখানে থাকবে বাগান, ফলমূল, দুধ, মধু, পবিত্র শরাবের নহর।

[207] জান্নাতি পুরুষদের জন্য থাকবে হূরের সঙ্গ, এবং সকল হূরের সর্দারী করবে তাদের দুনিয়ার স্ত্রী।

[208] একজন মুসলিম নারী জান্নাতে তার মুসলিম স্বামীর সাথেই থাকবে।

[209] যদি কোনো মুসলিম নারীর স্বামী কাফের হয়ে যায়, বা সে অবিবাহিত মারা যায়, বা তাকে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে জান্নাতে সে একজন জান্নাতি পুরুষকে স্বামী হিসেবে পাবে।

[210] কোনো কাফের কখনো এক মুহূর্তের জন্যও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

[211] জান্নাত ও জাহান্নাম – উভয়ই চিরস্থায়ী, কখনো ধ্বংস হবে না।

[212] যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতে দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় একটি স্থান পাবে।

[213] জান্নাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করবে।

[214] যাদের নেকি ও গুনাহ সমান হবে, তারা থাকবে "আ'রাফ" নামক স্থানে। তারা জান্নাতিদের দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে, জাহান্নামিদের দেখে আশ্রয় চাইবে, শেষে আল্লাহ তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

[215] জাহান্নাম কাফের ও মুনাফিকদের জন্য প্রস্তুত – চিরস্থায়ী আজাবের স্থান।

[216] কাফের ও মুনাফিকরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

[217] কোনো কোনো ঈমানদার নিজের গুনাহর কারণে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু শাস্তি শেষে আল্লাহ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

ঈমান ও কুফর সম্পর্কিত বিশ্বাস

[218] রাসুলুল্লাহ (সা.) যা এনেছেন, তা পুরোপুরি বিশ্বাস করার নামই 'ঈমান'।

[219] দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ের অস্বীকার করা হলো 'কুফর'।

[220] ঈমানের পরিমাণ বাড়ে বা কমে না, তবে ঈমানের অনুভূতির তীব্রতা বাড়ে ও কমে।

[221] কিবলামুখী (মুসলমান) কাউকে কুফরির ফতোয়া দেওয়া ঠিক নয়।

[222] কিবলামুখী বলতে বোঝানো হয় – যারা ইসলাম ধর্মের সব মৌলিক বিষয়কে মানে।

[223] কেউ গুনাহ করলে তাকে কুফরি বলা যাবে না।

[224] আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর অবাধ্যতাকেই 'গুনাহ' বলা হয়।

[225] গুনাহ দুই প্রকার:

(১) কবীরা গুনাহ:

যে গুনাহে কঠিন শাস্তি বা হুকুম এসেছে, যেমন:

- এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ
- চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান
- মিথ্যা কথা বলে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা
- পবিত্র জিনিস অবমাননা করে করা গুনাহ

(২) ছগীরা গুনাহ:

যে গুনাহে বড় কোনো শাস্তির ঘোষণা নেই, যেমন:

- এমন মিথ্যা বলা, যাতে কাউকে ক্ষতি হয় না
- প্রয়োজন ছাড়া গুনাহগারের সঙ্গে ওঠাবসা

[226] গুনাহে ঈমান নষ্ট হয় না, তবে ঈমানের আলো ম্লান হয়ে যায়।

[227] কেউ যদি হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে মনে করে, তাহলে সে মুসলমান থাকে না।

ইজতিহাদ ও তাকলিদের আকীদা

[228] দ্বীন অনুযায়ী চলার দুটি পথ:

1. সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল অনুসন্ধান করে ফতোয়া বের করা।
2. যারা দলীল জানে, তাদের অনুসরণ করে আমল করা – একে বলা হয় 'তাকলিদ'।

[229] যারা নিজেরা দলীল খুঁজে বের করতে অক্ষম, তাদের জন্য চার মাযহাবের মুজতাহিদের অনুসরণ (তাকলিদ) করা ফরজ:

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
- ইমাম মালিক (রহ.)
- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)

[230] মুজতাহিদদের মাঝে মাসআলাগত মতভেদ দোষ নয়, বরং তা ইলমের সৌন্দর্য। যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, তিনি দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। ভুল হলে একগুণ সওয়াব পাবেন।